

নতুন শিক্ষাক্রম

সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ না দিয়েই ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

রাফিক উদ্দিন

: রোববার, ০৯ জুন ২০২৪

নতুন শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিকের ষাণ্মাসিক (অর্ধ-বার্ষিক) সামষ্টিক মূল্যায়ন আগামী ৩ জুলাই শুরু হচ্ছে। এই কার্যক্রমের সিলেবাস ও নতুন নির্দেশনা রোববার (৯ জুন) প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। অথচ এখনও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ পাননি। এই খাতে বরাদ্দ থাকা দুইশ' কোটি টাকার বেশি ফেরত যাচ্ছে।

মাউশির একটি 'প্রোগ্রামের' অধীনে 'ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিম'র মাধ্যমে নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

এই স্কিমের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মাহফুজ আলী রোববার সংবাদকে জানান, তারা নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর চার লাখ ২৫ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত তারা তিন লাখ ৪২ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন।

গত দুই বছরে ধাপে ধাপে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সবাইকে বিষয়ভিত্তিক সাতদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে বলে মাউশির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সৈয়দ মাহফুজ আলী বলেন, 'বাকি যে শিক্ষকরা রয়ে গেছেন, যারা অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানের, তাদেরকে আমি চাচ্ছিলাম প্রশিক্ষণে নিয়ে আসব। কিন্তু তাদের একোমোডেশন করার কোনো সুযোগই পায়নি...ট্রেনিং চলছে আমার একটার পর একটা। আর অনুমোদনহীন কারণ, তাদের নাম-ঠিকানা পায়নি, ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা

প্রশিক্ষণের বাদ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষকরাও প্রশিক্ষণ পাননি' বলে জানান স্কিম পরিচালক।

গত ৪ জুন প্রকাশিত মাউশির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ডেসিমিনেশন অফ নিউ কারিকুলাম স্কিম পরিচালনায় অগ্রিম অর্থ উত্তোলন প্রক্রিয়াকরণ, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য (না পাওয়া) প্রাপ্তিসহ আরও কিছু কারণে প্রশিক্ষণ খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ অব্যয়িত থেকে যাচ্ছে। চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ থেকে ২১১ কোটি টাকা অব্যয়িত থেকে যাবে।'

এ বিষয়ে স্কিম পরিচালক সৈয়দ মাহফুজ আলী বলেন, 'নানা কারণে আমি ধারণা করছি, এই টাকা ফেরত যেতে পারে। তবে এটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।'

৩০ জুন পর্যন্ত বর্তমান অর্থবছর। ১ জুলাই নতুন অর্থবছর শুরু। সেই হিসেবে চলতি মাসেই এই টাকা ব্যয় করতে হবে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠদান শুরু হয়েছে। এবার ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ২০২৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠদান শুরু হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

মাউশি থেকে জানা গেছে, সারাদেশে ১৫ থেকে ২০ হাজারে মতো অনুমোদনবিহীন অর্থাৎ 'এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর' (ইআইআইএন) না থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ৮০ হাজার থেকে এক লাখের মতো শিক্ষক রয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের

প্রধান ও শিক্ষকদের নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু মাউশির শিক্ষা কর্মকর্তারা এই ধরনের শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন বা ডাটা বেইজ প্রণয়ন করতে পারেনি। এ কারণে তাদের প্রশিক্ষণে সমস্যা পেরেছেন স্কিম অফিসের কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম সংবাদকে বলেছেন, ‘সব শিক্ষককে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েই নতুন শিক্ষাক্রমে পুরোপুরি বাস্তবায়নে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে এমনিতেই শিক্ষকের বিপুল সংখ্যক পদ খালি। এ নিয়ে অভিভাবকা খুবই উদ্ভিগ্ন।’

তিনি বলেন, ‘সারাদেশেই ইআইআইএন বিহীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ না পেলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের অবশ্যই প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।’

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ৩ জুলাই থেকে

মাধ্যমিকের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন আগামী ৩ জুলাই শুরু হবে বলে রোববার মাউশির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এদিন মাউশি এই কার্যক্রমের সিলেভাস ও নতুন নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। এতে এই কার্যক্রম ছুটি চলাকালীন অনলাইন ক্লাস করে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বসে কাজ পর্যবেক্ষণ করে ফিডব্যাক দিতে শিক্ষকদের বলা হয়েছে।

মাউশির চিঠিতে বলা হয়েছে, এনসিটিবি থেকে পাঠানো চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বিষয়ভিত্তিক ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সিলেভাস ও এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

এর আগে এনসিটিবির চিঠিতে বলা হয়, আগামী ৩ জুলাই থেকে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত সংশোধিত রুটিন ইতোপূর্বে পাঠানো হয়েছে।

এনসিটিবির চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন জুলাই মাসে শুরু হতে যাচ্ছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে সারাদেশের নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেণীর কার্যক্রম সম্পন্ন করার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে পর্যন্ত শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে সেই পর্যন্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে বিবেচনা করে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর সব বিষয়ের নির্ধারিত অংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ১২ জুন পর্যন্ত শ্রেণী কার্যক্রম চলাকালীন এই অভিজ্ঞতাগুলো শেষ করবেন শিক্ষকরা। যেহেতু ১২ জুনের পরে ছুটির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, বন্ধের আগে যদি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কোনো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে বিকল্প উপায় অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে শিক্ষকদের।

বিকল্প হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের সময়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ছুটির আগেই শিক্ষার্থীকে ছুটিতে করণীয় অভিজ্ঞতাটির ধাপগুলো কী কী তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীর বিকল্প কোন কোন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন তার পারদর্শিতা যাচাই করবেন তা জানিয়ে দিন।

কোথাও দলগত কাজ, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ থাকলে তা বিকল্প উপায়ে (উদাহরণস্বরূপ, দলগত কাজের বদলে একক কাজ,

পরিবারের সদস্যদের থেকে তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণের কাজটি বাড়ির আশেপাশের পরিবেশ থেকে বা ভিডিও দেখে বা ডকুমেন্ট পড়ে সম্পন্ন করা যেতে পারে) কাজটি সম্পন্ন করার কৌশল বলে দিতে হবে।

কাজ শেষে সক্রিয় পরীক্ষণের বদলে শিক্ষার্থী কী অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেবে তার ধারণা এবং জমা দেয়ার সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। প্রয়োজনে অনলাইন ক্লাস করে, অভিভাবকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গ্রুপে, মোবাইল গ্রুপে নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজ বাড়িতে বসে কাজ পর্যবেক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নয়

গত ৩০ এপ্রিল মাউশির এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাড়া ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ক্লাস নেয়া যাবে না। এতে বলা হয়, ‘বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষক ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর সেশন বা শ্রেণী কার্যক্রম চালাতে পারবেন না।’

মাউশি জানায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই শুধু ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর সেশন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। একটি শ্রেণীর একটি বিষয়ে একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া যাবে, একই বিষয়ের একাধিক শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া যাবে না। যে শিক্ষক যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তিনিই সে বিষয়ের সেশন/শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

নতুন শিক্ষাক্রমে লিখিত মূল্যায়নের ‘ওয়েটেজ’ (মূল্যায়ন) ৬৫ শতাংশ ও ‘কার্যক্রমভিত্তিক’ মূল্যায়নের ‘ওয়েটেজ’ ৩৫ শতাংশ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। স্কুলভিত্তিক ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন এবং পাবলিক মূল্যায়নে একই পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।